নেগুয়ায় বঙ্কিম মেলা উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ এগরা নেগুয়ায় বঙ্কিম মেলা উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভার আয়োজন করা হল সোমবার। দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার তুলে দেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম বারিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অরবিসি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ননীগোপাল জানা, এগরার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নায়ক, বিদ্যাসাগর ব্যাঙ্কের মোহনপুর শাখার ম্যানেজার সুকুমার রায় প্রমুখ। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক কমলেন্দু দাসমহাপাত্র বলেন, এলাকার ১৫০ জন দুঃস্থকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সফল ৩৪ জনের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

কার্পেট প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের অধীনে ময়না ব্লকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্পেট প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হল ময়না ব্লকের অডিটোরিয়াম হলে। উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ময়নার বিধায়ক ডাঃ সংগ্রাম কুমার দোলই। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ময়না ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ বসু, ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ স্বপন কুমার পাঁজাসহ বিশিষ্টরা। প্রথম দফায় ২০ জন কার্পেট শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। পরে সবাইকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আত্মঘাতী সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশিয়াড়ি ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মঘাতী হলো এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। কেশিয়াড়ি থানার নছিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা গ্রামের ঘটনা। জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা গৌতম মণ্ডল (২৭) রবিবার রাতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। প্রায়শই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বচসা হয়। রবিবার রাতে প্রতিদিনের মত সবাইকে হুমকি দেয় আত্মহত্যা করার। এরকমটা হবে বুঝতে পারেনি কেউ। সকালে ঘুম থেকে না উঠলে এগারোটা নাগাদ বাড়ির লোকজনের সন্দেহ হওয়ায় গিয়ে দেখে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে গৌতম। ঘটনা জানাজানি হতে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলকায়। খবর দেওয়া হয় কেশিয়াড়ি থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় আনে। মৃতদেহের কাছ থেকে বিষ মাখানো রুটি উদ্ধার করা হয়েছে। গৌতমের মা দেবযানী জানান, সে দাদাদের নিয়ে একসঙ্গে থাকতে চায়নি। বলত আমার সম্পত্তি ভাগ করে দাও। একাই থাকতে চেয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তার কথা না মানায় কয়েকবার আমাকে মারধরও করে। হঠাৎ কী যে মনের খেয়াল হল কে জানে। সোমবার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ।

দাঁতনে তৃণমূলের সমালোচনা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দাঁতন ঃ স্বচ্ছ ও শিক্ষিত মানুষকে জিতিয়ে নিয়ে আসুন পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়েই উন্নতি হবে রাজ্যের। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁতন দখল নিতে হবে। দাঁতনে বিজেপির জনসভা থেকে কার্যত পঞ্চায়েতের দামামা বাজিয়ে দিয়ে গেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও মুকুল রায়। সোমবার তৃণমূলের দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অপশাসনের অবসান ঘটানোর শ্লোগান দিয়ে জনসভা সংগঠিত করেছিল বিজেপি। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মুকুল রায়। সেই সভা থেকে দাঁতন এবং কেশিয়াড়ি থেকে বেশ কয়েকজন তৃণমূল ও সিপিআইএমের নেতা কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। মুকুল রায় তাঁর বক্তব্যের শুরুতে প্রশাসনের প্রতি কটাক্ষ করেন। বক্তব্যের আগাগোড়া ছিল আক্রমণাত্মক। তিনি বলেন, দাঁতনের বিক্রম প্রধান ভালো লোক ছিলেন। এখন আর নেই। নান্টু প্রধান খুনের বিষয়ে বলতে গিয়ে মুকুল রায়ের বক্তব্য, সবে তো মারামারি শুরু। আগামী দিনে পঞ্চায়েত বিরোধীশূন্য করব। নির্বাচন হলে যদুবংশ ধ্বংস হবে। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের লড়াই শুরু হল। তিনি আরও বলেন, অনেকেই আজ এই সভায় এসে বিজেপিতে যোগ দিত। প্রশাসন সিভিক দিয়ে তাদের ঘরে আটকে রেখেছে। আক্রমণ থেকে বাদ যাননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মমতা সম্পর্কে বলেন, সরকার বড় চোর, তার মাথা হলেন মমতা। মুকুল রায় এদিনের সভা থেকে পুলিশকে নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন। জেলা পুলিশ সুপারকে কটাক্ষ করে বলেন, নিরপেক্ষ প্রশাসক হয়ে নজির সৃষ্টি করলে মানুষ মনে রাখবে। দাঁতনের সংহতি ময়দানের সংগঠিত হওয়া সভায় দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলতে উঠে ভারতী ঘোষ প্রসঙ্গে বলেন, ভারতী ঘোষ ছিলেন ছোট চিফ মিনিস্টার। এরকম নেত্রী দেখিনি। তৃণমূলের তাঁবেদারি করেছেন। এখন তৃণমূল তাকে ছাড়বে না। মায়ের টাকা-সোনা মেয়ের নামে চালানো হচ্ছে। নান্টু প্রধান সম্পর্কে বলতে গিয়ে দিলীপবাবু বলেন, নান্টু প্রধান চলে যেতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন শুভেন্দুবাবু। সে তার ডানহাত ছিল। বিজেপি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে না। দিলীপ ঘোষের বক্তব্য আগাগোড়াই ছিল আক্রমণাত্মক। তিনি বলেন, সবকিছুর হিসেব হয়। নয়তো নান্টু প্রধানের মত হতে হবে। রাজ্যে বোমা বন্দুকের চাষ হচ্ছে। ত্রিপুরার নির্বাচন নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, আগামী ৩ মার্চ তৃণমূল, কংগ্রেস ও সিপিএমের কবর হবে। সেই কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। এদিনের সভা থেকে পঞ্চায়েত দখল করার আহ্বান দিয়ে যান নেতৃত্বরা। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায় চৌধুরী, জেলা সভাপতি সমিত দাস প্রমুখ নেতৃত্ব।

বিধায়কের নাম করে টাকা চেয়ে কাজ বন্ধের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াগ্রাম ঃ বিধায়কের নাম করে টাকা চেয়ে ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিকদের মারধর করে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নয়াগ্রাম এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে নয়াগ্রাম থানার খড়িকামাথানিতে। এই ঘটনায় শাসক দলের ব্লক সভাপতি, বিধায়কের নাম ওঠায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। নয়াগ্রামের নিমাইনগরের বাসিন্দা ঠিকাদার ব্রজেন্দ্রনাথ সেনাপতি এই ঘটনায় নয়াগ্রাম থানায় অভিযোগ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ সেনাপতির অভিযোগ তিনিই টেন্ডারের মাধ্যমে খড়িকামাথানি ফরেস্ট বিট অফিসের বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করার আট লক্ষ টাকার বরাত পেয়েছেন। শনিবার তার শ্রমিকরা বাউন্ডারি ওয়াল তৈরির কাজ শুরু করেন। কিন্তু রবিবার দুপুরে শ্রমিকরা যখন বাউন্ডারি ওয়াল তৈরির জন্য মাটি খোঁড়ার কাজ করছিলেন তখন কয়েকজন ছেলে এসে শ্রমিকদের ভয় দেখায় এবং মারধোর করে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ব্রজেন্দ্রনাথ সেনাপতি হুমকি দেওয়া কয়েকজনের নামে নয়াগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার মধ্যে ছিল নয়াগ্রাম ৬ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি রমেশ রাউতের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত এই তৃণমূল নেতৃত্ব।

খেলার উদ্বোধনে বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ খেজুরির মোহর্টি নজরুল সংঘের গ্রামীণ মেলা ও লোকসাংস্কৃতিক উৎসব উপলক্ষ্যে বাপন স্মৃতি কাপ একদিনের দিবা-রাত্রি ভলিবল খেলা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খেজুরি বিধায়ক রণজিৎ মন্ডল। ছিলেন কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বিমান নায়ক, ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ পন্ডা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এই খেলায় চ্যাম্পিয়ান হল ডেবরা এবং রানার্স দল মণ্ডালামোড়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন খেজুরি ব্লক স্পোর্টস-এর সম্পাদক রাজকুমার সামন্ত।

নাবালিকার সঙ্গে সহবাস ও ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ নাবালিকাকে একাধিকবার সহবাস ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনা নারায়ণগড়ের বেলদা থানার গাঙ্গুটিয়ার। অভিযোগ কীর্তন গান গাওয়ানোর নাম করে বাইরে নিয়ে গিয়ে গ্রামেরই এক যুবক একাধিকবার ধর্ষণ করে নাবালিকাকে। ঘটনা কাউকে না জানানোর জন্য হুমকিও দেওয়া হয়। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রাম দাসের খোঁজ চালাচ্ছে বেলদা থানার পুলিশ। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় জানা গেছে, গ্রামের যুবক রাম দাস এক কীর্তন গানের দলের সঙ্গে যুক্ত। একই গ্রামে বাড়ি নির্যাতিতা নাবালিকার। বাবা মারা গেছেন প্রায় দুবছর আগে। বিমাতার কাছে থাকত ভাই ও বোন। কিন্তু বিমাতাও চলে যান অন্যত্র। ঠাকুমার কাছে থাকত নাবালিকা। আর সেই অভিভাবকহীনতার সুযোগ নেয় রাম। সে কীর্তন গান গাওয়ানোর কথা বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় বছরখানেক আগে। একাধিক জায়গায় নামগান করতে গেছে সে। প্রথমে তার বিনিময়ে টাকাও পায়। নির্যাতিতার অভিযোগ, আমাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত। বারবার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে। পরে আমাকে হুমকি দেওয়া হয় এ কথা কাউকে না জানানোর। নির্যাতনের মাত্রা বাড়লে নাবালিকা তার প্রতিবেশী এক বান্ধবীকে ঘটনার কথা জানায়। ঘটনা একমাস আগে জানাজানি হলে গ্রামে রাম দাসকে ডেকে সালিশি সভাও হয় বলে জানা গেছে। সেই সভায় রাম দাসকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু তা দিতে সে অস্বীকার করে এবং নাবালিকার বাড়ির সামনে মদ খেয়ে অশালীন মন্তব্য করতে থাকে। বন্ধুদের জুটিয়ে এনে উত্যক্ত করতে থাকে মেয়েটিকে। মাত্রা ছাড়ালে নাবালিকা মেয়েটি সোমবার নিরুপায় হয়ে জ্যেঠুকে সঙ্গে নিয়ে বেলদা থানায় অভিযোগ দায়ের করতে আসে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে পলাতক অভিযুক্তকে ধরার জন্য খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পাঁউসি অন্তোদয় অনাথ আশ্রমের কর্ণধার বলরাম করণকে তাঁর সামাজিক কর্মকান্ডের জন্য সম্প্রীতি সম্মানে ভূষিত করলো মেছেদার বন্ধু সংঘ।

মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শালজোড়া ঃ মৌমাছির কামড়ে কাবু হলেন এক ব্যক্তি। মাঠে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎ ঝড় বৃষ্টিতে মৌমাছির বাসা ভাঙে। ঝড়ের মুখে বাড়ি ফিরতে গিয়ে মৌমাছির সামনে পড়ে যান বাখরাবাদের ১০০-১৫০ মৌমাছি তার শরীরে হুল ফুটিয়েছে বলে জানা গেছে।

বরগোদায় সার্বজনীন কালীপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ নন্দকুমার থানার অন্তর্গত বরগোদা গ্রামে অবস্থিত বরগোদা সার্বজনীন আদি কালীপুজো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এই পুজো ১১৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। পুজো উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ব্যাপী চলে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শেষ দিন সোমবার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন কালীপুজো কমিটি। শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন চংরাচক জগদীশ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল কুমার দাস, ময়না রাজ পরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র।

বাজ পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ বাজ পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন এক মহিলা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন দিপালী সাউ। সেই সময় বাজ পড়ায় ছিটকে পড়ে যান মাটিতে। জ্ঞান হারান বেলদা থানা এলাকার বাখরাবাদের বীরবরপুরের এই বাসিন্দা। তাঁকে স্থানীয়রা বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।

আলোর রোশনাই আজ তাতারপুরের চাঁচর

মানবেন্দ্র পাল, রামজীবনপুর ঃ আজ শুরু হচ্ছে চন্দ্রকোণা থানার জাড়া ২ নং পঞ্চায়েতের তাতারপুর চাঁচর উৎসব। এলাকা জুড়ে এখন চলছে তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি। শতাধিক বছরের পুরানো এই উৎসবে ঘিরে পাশাপাশি কয়েকশো গ্রামের মানুষ আনন্দে মেতে ওঠেন। মূলত এলাকার জাগ্রত দেবী বিশালক্ষ্মী ঠাকুরের পুজো উপলক্ষ্যে হয় এই বিশাল উৎসব। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ আতসবাজির রোশনাই। যা দেখার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন হাজার হাজার পূণ্যার্থী। বিশালক্ষ্মী দেবীর মাহাত্ম্য এই এলাকায় কম নেই। স্থানীয় মানুষজন তাঁদের রক্ষাকারী হিসাবে মাকে পূজা করেন। প্রায় ১০০ বছর আগে তাতারপুর গ্রামে স্বনামধন্য গ্রামের সুরথ নারায়ণ বিশালক্ষ্মী মায়ের স্বপ্নাদেশ পান বলে কথিত আছে। মাকে স্বপ্নে পাওয়ার পর গ্রামবাসীদের তা তিনি জানান। গ্রামবাসীদের সহায়তায় বর্ধমান জেলার একলক্ষ্মী গ্রামের পাশের মাঠের এক গাছের তলা থেকে মাথায় করে মাকে নিয়ে আসেন তাতারপুরে। গ্রামের মানুষজনও তাঁর সঙ্গে দুধের ঝাড়া দিয়ে মাকে আনতে সাহায্য করেন। বিশালক্ষ্মী মায়ের মূর্তিকে নিয়ে এসে তালপাতার চালা ঘরে এক মন্দিরে স্থাপন করা হয় বাংলার ১৩০৯ সালে। সেই বছরই স্থানীয় ভোলনাথ কোটাল বিশালক্ষ্মীর মন্দির নির্মাণ করে দেন। তখন থেকেই চলতে থাকে নিয়মিত পূজা-অর্চনা। ১৩১৫ সালে বিশালক্ষ্মী মায়ের পূজা উপলক্ষ্যে শুরু হয় চাঁচর উৎসব। অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির বিকাশের জন্যই শুরু হয় চাঁচর উৎসব। প্রথমের দিকে আড়ম্বর এত ছিল না। ১৩২০ সাল নাগাদ উৎসব বিশাল আকার ধারণ করে। বৃহ্য উৎসব বা আগুনের মেলা হিসাবে উৎসব সবার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উৎসবের রাতে দোলায় করে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। আরও কথিত আছে যে বিশালক্ষ্মীদেবীরা সাত বোন। বাকি ছয় বোনের উদ্দেশ্যে ওড়ানো হয় দুটি ফানুস। সারারাত ধরে চলে আতসবাজি পোড়ানো। তাতারপুর গ্রামের পাশাপাশি হরিনারায়ণপুর ও সীমানা গ্রামের উদ্যোগে এই আতসবাজির কারখানা হয়। প্রায় ৪ লক্ষ টাকার আতসবাজি পোড়ানো হয় এই উৎসবে। গ্রামবাসীরাও নিজে উদ্যোগে চাঁদা তুলে বাজি প্রদর্শন করান। এবছরও বাজেট প্রায় একই রকম আছে। মেলা ও বাজি পোড়ানো দেখতে এদিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমায়। এবছরও প্রচুর মানুষের ঢল নামবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভিড় সামলোতে মোতায়েন থাকবে প্রচুর পুলিশ ও গ্রামের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। মন্দির কমিটির সদস্য দিলীপ রায় বলেন, মেলায় ভিড় সামলাতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা আটকাতে চন্দ্রকোণা থানার পাশাপাশি ঘাটাল ও গোঘাট থানাকেও জানানো হয়েছে। প্রচুর পুলিশের পাশাপাশি মহিলা পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মেলার স্থলে উপস্থিত থাকবে। দিলীপবাবু আরো জানান, এই উৎসবে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সামিল হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিবিশেষে হয় এই মেলা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষও এই মন্দিরে পুজো দেন। অন্ধকার চোখে আলো ফিরিয়ে দেবার জন্যই বিশালক্ষ্মীদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে আতসবাজির রোশনাই জ্বালাতে মেতে ওঠেন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীর কাছে তাই বিশালক্ষ্মীদেবী অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরানোর দেবী।